নাট্যকার 'নবান্ন' নাটকের নামকরর রচনারা ক্ষেত্রে সতর্ক দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। 'নবান্ন' কথাটির অর্থ 'নতুন অন্ন'। বাঙালি সমাজে নতুন চাল উঠলে তা নিয়ে নানা খাদ্য তৈরি হয় এবং এই উপলক্ষ্যে 'নবান্ন' উৎসব পালিত হয়। নাট্যপ্রযোজনা, দৃশ্যনির্দেশনা এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে নাট্যকার একদিকে যেমন বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে 'নবান্ন' নাটকের পরিবেশ গড়েছেন অপর দিকে এরই মধ্যে স্থান নিয়েছে গরিব চাষিদের ক্ষয়ক্ষতি, হাহাকার, অত্যাচার, আবার তাদের অবস্থার উন্নতির ফলে জীবন ফিরে পেয়ে 'নবান্ন' উৎসবে মেতে ওঠা এই সমস্ত দৃশ্যকে কেন্দ্র করে নাট্যকার 'নবান্ন' নাটকের প্রেক্ষাপটের এক নতুন মাত্রা দিয়েছেন। তাই 'নবান্ন' নাটকের নামকরণও সহজ, সরল রীতিতে যে করা হয় নি তা নাটকের বিষয়বস্তুকে দেখলেই বোঝা যায়।

সময়ের প্রেক্ষাপটে 'নবান্ন' নাটক বিচার করলে দেখা যায় বিদেশি শাসনের শোষণে, নানা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কারণে কীভাবে গ্রাম বাংলার সুখ শান্তি বিনষ্ট হয়ে যায়। অন্নাভাবে, দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে গ্রাম বাংলার প্রাণশক্তি বিনষ্ট হয়ে যায়। আনন্দ উৎসব গ্রামবাংলা থেকে মুছে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা, বন্যার ফলে গ্রামে দৈন্যদশা উপস্থিত হয়। অর্থাৎ পঞ্চাশের মন্বন্তরে গ্রাম বাংলা শ্মশান ভূমিতে পরিণত হয়। দুর্ভিক্ষের শিকার হয়ে হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গ্রামের মানুষ খাদ্যাভাবে শহরে ভিখারিতে পরিণত হয়। গ্রামের মানুষের অবস্থা তখন বাঁচা মরার সমান।

নাট্যকার 'নবান্ন' নাটকে দুর্ভিক্ষে পীড়িত মানুষের ছবি এঁকেই ক্ষান্ত হন নি তিনি নাটকের চতুর্থ অঙ্কে নাটকের কাহিনির পরির্তন ঘটান। বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহের হাত থেকে মুক্ত চাষিরা পুনরায় গ্রামে

ফিরে আসে। চাষিদের আকাঙ্ক্ষিত শোষণমুক্ত আদর্শায়িত জীবন পুনর্গঠনের সম্মিলিত ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের শপথ গ্রহণের চিত্রও ফুটিয়ে তুলতে দ্বিধা বোধ করেননি। নাট্যকার জানেন মানুষের জীবনে দুঃখ-কষ্ট, মৃত্যু যেমন সত্য, তেমনি সত্য জীবনে ভালোবাসার পথে উত্তরণ। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য 'নবান্ন' নাটকের শেষে 'নবান্ন' উৎসবের মিলন মেলা সৃষ্টি করে যেন জীবনের চিরন্তন সত্যকেই রূপায়িত করেছেন। 'নবান্ন' উৎসবে এখানে 'প্রতীক' হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই উৎসবের একদিকে যেমন মুসলমান সম্প্রদায় অর্থাৎ বরকত, রহিমের মতো চরিত্রগুলি উপস্থিত তেমনি তাদেরই পাশাপাশি দয়াল মণ্ডল, কুঞ্জ, নিরঞ্জনের মতো আরও অসংখ্য হিন্দু চরিত্রগুলিও উপস্থিত ছিল। এই উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলিত শক্তিই যে একদিন সমাজ ও জীবনকে পুষ্ট করবে। তাঁর ইঙ্গিত 'নবান্ন' নাটকের নামের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে।

সবদিক বিচার করে সর্বশেষে বলা যায় যে, 'নবান্ন' নাটকের একদিকে যেমন ধনী আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তির উপস্থিতি তারা স্বার্থ সর্বস্ব, বিবেক শূন্য মানুষের বাস্তব বিমুখ ভোগ বিলাসী মানুষের জীবনের উল্লাস, অপরদিকে তেমনি সহজ সরল পীড়িত, বাঁচার তাগিদে সর্বহারা মানুষের ক্ষুধার জন্য মর্মান্তিক হাহাকার এই উভয়ের বর্ণনার মধ্যে দিয়ে নাট্যকার নাটকের পরিবেশ গড়ে ছেন। নাট্যকার 'নবান্ন' নাটকের মধ্যে দিয়ে শোষকের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কীভাবে শোষিত সম্প্রদা ের সংঘবদ্ধ সংগ্রামকে প্রকাশ করেছেন এবং এক নতুন পরিবেশের সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। নাট্যকারে র গুণে নাটকটি সার্থক নাটকের মর্যাদা লাভ করে।